ভট্টোজী দীক্ষিত প্রণীত
কারকপ্রকরণম্

প্রথমা বিভক্তি

প্রথমা বিভক্তি বিধায়ক সূত্রসমূহ-

১। প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা (২/৩/৪৬)
২। সম্বোধনে চ (২/৩/৪৭)

পাণিনায় সূত্র –

১। প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা (২/৩/৪৬)

পদচ্ছেদ-

প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে ৭/১ প্রথমা ১/১

সূত্রের অর্থ –
প্রাতিপদিকার্থমাত্রে, লিঙ্গমাত্রের আধিক্যে,পরিমাণ মাত্রের আধিক্যে ও বচন অর্থাৎ সংখ্যা মাত্রে প্রথমা বিভক্তি হয়ে থাকে ।

ভট্টোজী দীক্ষিত কৃত বৃত্তি –
নিয়তোপস্থিতিকঃ প্রাতিপদিকার্থঃ । মাত্রশব্দস্য প্রত্যেকং যোগঃ। প্রাতিপদিকার্থে মাত্রে লিঙ্গমাত্রাধিক্যে সংখ্যামাত্রে প্রথমা স্যাৎ । উচ্চৈঃ, নীচৈঃ, কৃষ্ণঃ, শ্রীঃ, জ্ঞানম্ । অলিঙ্গা নিয়তলিঙ্গাশ্চ প্রাতিপদিকার্থমাত্র ইত্যস্যোদাহরণম্ । অনিয়তলিঙ্গাস্তু লিঙ্গমাত্রাধিকস্য । তটঃ, তটী, তটম্ । পরিমাণমাত্রে দ্রোণো ব্রীহিঃ । দ্রোণরূপং যৎ পরিমাণম্ তৎপরিচ্ছিন্নো ব্রীহিরিত্যর্থঃ। প্রত্যয়ার্থে পরিমাণে প্রকৃত্যর্থোঽভেদেন সংসর্গেণ বিশেষণম্ , প্রত্যায়ার্থস্তু পরিচ্ছেদ্যপরিচ্ছেদকভাবেন ব্রীহৌ বিশেষণমিতি বিবেকঃ । বচনং সংখ্যা । একো দ্বৌ বহবঃ । ইহোক্তার্থত্বাদ্বিভক্তেরপ্রাপ্তৌ বচনম্ ।

বৃত্তির অর্থ –
প্রতিপদিকের উচ্চারণমাত্রে যে অর্থটি নিয়মিতভাবে এসে উপস্থিত হয়, তাকে প্রাতিপদিকার্থ বলা হয় । মাত্র শব্দটি প্রত্যকের সঙ্গে সংযুক্ত । প্রাতিপদিকের অর্থমাত্রে, লিঙ্গামাত্রার আধিক্যে তথা সংখ্যামাত্রে প্রথমা বিভক্তি হয় । ‘উচ্চৈঃ’, ‘নীচৈঃ’, ‘কৃষ্ণঃ’, ‘শ্রীঃ’, ‘জ্ঞানম্’ - অলিঙ্গ তথা নিয়তলিঙ্গযুক্ত শব্দগুলি প্রাতিপদিকার্থমাত্রের উদাহরণ ।অনিয়তলিঙ্গগুলি কিন্তু লিঙ্গমাত্রাধিক্যের [উদাহরণ স্বরূপ] ‘তটঃ’, ‘তটী’, ‘তটম্’ । পরিমাণমাত্রে দ্রোণো ব্রীহি ।দ্রোণরূপ যে পরিমাণ তার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (মাপা) ব্রীহি –এই অর্থ । প্রত্যয়ার্থ পরিমাণে প্রকৃত্যর্থ অভেদ সংসর্গে বিশেষণ , প্রত্যয়ার্থও পরিচ্ছেদ্য পরিচ্ছেদকভাবে ব্রীহিতে বিশেষণ (হয়) এটি বোঝা যাচ্ছে । বচন অর্থাৎ সংখ্যা ।

(উদাহরণ যথা) 'একঃ', 'দ্বৌ', 'বহবঃ' । এখানে অর্থ উক্ত হওয়ার কারণে বিভক্তির অপ্রাপ্তিক্ষেত্রতে বলা হয়েছে ।

ব্যাখ্যা আচার্য পাণিনীর মতে পাঁচটি অর্থে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হয় । তার মধ্যে চারটি আলোচ্য সূত্রের বিষয় । সেগুলি হল - ১। প্রাতিপদিকার্থ
২। কেবল লিঙ্গরূপ অধিক অর্থযুক্ত প্রাতিপদিকার্থ
৩। কেবল পরিমাণরূপ অধিক অর্থযুক্ত প্রাতিপদিকার্থ
৪। কেবল সংখ্যারূপ অর্থযুক্ত প্রাতিপদিকার্থ
কোন প্রাতিপদিক উচ্চারিত হলেই যে অর্থ নিয়ত অর্থাৎ সর্বদা নিশ্চিতরূপে মনে উপস্থিত হয় তাকেই প্রাতিপদিকার্থ বলে । অলিঙ্গ অব্যয় এবং সর্বদা একই লিঙ্গবিশিষ্ট প্রাতিপদিকের ক্ষেত্রেই প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা বিভক্তি হয়ে থাকে । উদাহরণ যথা- উচ্চৈঃ, নীচৈঃ প্রভৃতি অব্যয় । কৃষ্ণঃ ইত্যাদি নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দ, শ্রীঃ ইত্যাদি নিত্যস্ত্রী লিঙ্গশব্দ এবং জ্ঞানম্ ইত্যাদি নিত্য ক্লীবলিঙ্গ শব্দ ।

যে সব শব্দের লিঙ্গ নিয়ত নয় অর্থাৎ একটিমাত্র নির্দিষ্ট লিঙ্গ নেই তাদের ক্ষেত্রে 'লিঙ্গমাত্রাধিক্যে' প্রথমা বিভক্তি হয়ে থাকে। যেমন 'তট' শব্দের ক্ষেত্রে 'তটঃ' বললে পুংলিঙ্গের বোধ হয় ,'তটী' বললে স্ত্রী লিঙ্গের বোধ হয় এবং 'তটম্' বললে ক্লীবলিঙ্গের বোধ হয় ; কিন্তু শুধুমাত্র 'তট' বললে কোন নির্দিষ্ট লিঙ্গের বোধ হয় না ।
'পরিমাণমাত্রাধিক্যে প্রথমা' বিভক্তির উদাহরণ হল 'দ্রোণো ব্রীহিঃ' অর্থাৎ দ্রোণরূপ পরিমাণের দ্বারা পরিমিত [মাপা] ব্রীহি বা ধান্যরাশি । এখানে 'দ্রোণ' শব্দটির প্রাতিপদিকার্থ ছাড়াও পরিমাণমাত্র বোঝাতে 'দ্রোণ' এই শব্দের উত্তর 'সু' এই প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হয়েছে । এখানে 'সু'বিভক্তি রূপ প্রত্যয়ের অর্থ 'পরিমাণ' । প্রকৃতির অর্থাৎ 'দ্রোণ' এই প্রাতিপদিকের অর্থ পাত্রবিশেষ 'সু' বিভক্তি রূপ প্রত্যয়ের অর্থ পরিমাণের বিশেষণ হয়েছে অভেদ সম্পর্কে । কেননা পাত্র থেকে তার পরিমাণের কোন ভেদজ্ঞান হয় না । সংযুক্ত প্রত্যয়ের যে অর্থ সেই অর্থ পরিমাণ 'ব্রীহিঃ' পদের অর্থ স্বরূপ ধান্যরাশির বিশেষণ হয়েছে পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদক অর্থাৎ পরিমেয়-পরিমাপক সম্পর্কে ।কেননা এই ক্ষেত্রে ধান্যরাশি হল পরিমেয় এবং পরিমাণ হল তার পরিমাপক । যেহেতু কোন পাত্র ধানের বিশেষণ হতে পারে না তাই এখানে প্রাতিপদিকার্থ ছাড়াও 'পরিমাণ' অর্থটির বোধ হয় । ফলে এখানে 'পরিমাণমাত্রাধিক্যে' প্রথমা বিভক্তি হয়েছে ।
বচন মানে সংখ্যা । সংখ্যামাত্র বোঝাতে শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হয় । যথা – একঃ,দ্বৌ, বহবঃ । উক্ত উদাহরণে একত্ব, দ্বিত্ব এবং বহুত্ব 'নিয়মতঃ উপস্থিত' হয় । তাই প্রতিপদিকার্থেই প্রথমা সিদ্ধ হয় নতুন করে আবার 'বচন' গ্রহণ করার কোন সার্থকতা নেই এই শংকার সমাধান হিসাবে বৃত্তিতে 'ইহোক্তার্থত্বাদ্বিভক্তেরপ্রাপ্তৌ বচনম্' বলা হয়েছে । প্রকৃতির দ্বারাই একত্ব প্রভৃতি সংখ্যারূপ অর্থের প্রতীতি হয়ে যায় । সুতরাং

‘উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ’ এই সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথমা বিভক্তির প্রাপ্তিই থাকে না । তাই আলোচ্য সূত্রে বিশেষ বিধান বলে বচন শব্দের গ্রহণ করা হয়েছে । বচন শব্দার্থ সংখ্যা হওয়ায় বচন বাচক এবং সংখ্যা রূপে পরিগণিত হয় । পূর্বাচার্যগণ বাচ্য ও বাচকের অভেদ স্বীকার করে সংখ্যার ‘বচন’ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন । সেই অনুযায়ী আলোচ্য স্থলে সংখ্যাকে বচন শব্দের দ্বারা বোঝান হয়েছে ।
লক্ষ্যনীয় যে শুধুমাত্র ‘বচনমাত্রে’ প্রথমা বিভক্তি হয়, ‘লিঙ্গমাত্রাধিক্যে’ ‘পরিমাণমাত্রাধিক্যে’ প্রথমা বিভক্তির মত ‘বচনমাত্রাধিক্যে’ প্রথমা বিভক্তি হয় না ।